SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
Vol. 1, Issue-2, (Apr-Jun) 2025

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার ভূমিকা: ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে একটি পর্যালোচনা

The Role of Medinipur District in the Indian Independence Movement: A Historical Review

Dr. Sk Jahangir Hossain
Assistant Professor, Dept. of History,
Sitananda College, Nandigram,
Purba Medinipur, West Bengal, India
Email: hossaindrskjahangir@gmail.com

Abstract: India's freedom movement was not one-dimensional. It was a long-term, multifaceted and continuous struggle dependent on the people. The real strength of this movement was the growing dissatisfaction of the people against the British and the nationalist awakening. The intense desire to regain self-respect, gain rights, etc. among the people of India worked in the nationalist awakening. The intense movement that developed against the British rule from the middle of the nineteenth century was not only a movement led by the Congress alone, the movement was also attended by the largest institutions and influential nationalist leaders of India, as well as people from the common people, tribals, women, farmers, workers, students, etc. Different communities, regions, and districts of India tried to participate in this freedom movement in a unique role. In this larger context of India's freedom movement, Midnapore district of West Bengal occupies a prominent place. In this article, we have tried to analyze the participation of Midnapore district in various movements, its spread, nature, importance and significance from a research perspective.

Keywords: Freedom Movement, Nationalist, British rule, Congress, Tribals, Women, Farmers.

ভূমিকা—

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এক মাত্রিক ছিল না। এটি ছিল দীর্ঘস্থায়ী, বহুমুখি এবং জনগণের উপর নির্ভরশীল একটি ধারাবাহিক সংগ্রাম। এই আন্দোলনের প্রকৃত শক্তি ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে জনগণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ এবং জাতীয়বাদী জাগরণ। ভারতবাসীর মধ্যে আত্মমর্যাদা ফিরে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও অধিকার লাভ ইত্যাদি বিষয়ও কাজ করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে

যে তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তা শুধুমাত্র কংগ্রেসের একার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলন ছিল না, আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন যেমন ভারতের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান ও প্রভাবশালী জাতীয়তাবাদী নেতারা, তেমনি এই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, সাধারণ মানুষ, উপজাতি, নারী, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র প্রভৃতি শ্রেণির মানুষ। ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, অঞ্চল, জেলা এই স্বাধীনতা আন্দোলনে অনন্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করেছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বৃহৎ প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

মেদিনীপুর জেলা ছিল রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ একটি জনপদ। এখানে যেমন বিদ্যাসাগরের মতো সমাজ সংস্কারকের আর্বিভাব ঘটেছিল তেমনি চুয়ার বিদ্রোহের মত কৃষক বিদ্রোহও এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে। এছাড়া ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনে ধারাবাহিক অংশগ্রহণ দেখা গিয়েছিল এই অঞ্চল থেকে। সমাজ সংস্কারক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল এই মেদিনীপুরে জেলা। ১৯৪২ সালে যে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠিত হয়ে ছিল তা ছিল ভারতের কাছে এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিকল্প শাসন ব্যবস্থা। সবমিলিয়ে মেদিনীপুর জেলা ছিল নানা দিক দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য এক উর্বর ও ঋদ্ধ জনপদ। এই প্রবন্ধে আমরা মেদিনীপুর জেলার নানাবিধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ, বিস্তার, স্বরূপ, গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। এই গবেষণা পত্রের মূল উদ্দেশ্য হল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই জেলার অবদান কে তথ্য প্রমাণ ও ঐতিহাসিক উৎসের আলোকে মূল্যায়ন করা যাতে এই অনালচিত ইতিহাস আগামী প্রজন্মের সামনে সঠিক ভাবে উপস্থাপিত হয়। মেদিনীপুর জেলা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অংশ গ্রহণ করেছে অথচ সেই অনুপাতে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সেভাবে আলোচিত হয়নি। মেদিনীপুরের ইতিহাস কিংবা স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের অংশগ্রহণ কোনো স্থানীয় বিষয় নয়, এটি ভারতের জাতীয় সংগ্রামের একটি সক্রিয় অংশ বলা যায়, অথচ ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, ইতিহাসের পাঠক্রমে সেভাবে আলোচিত হয়নি মেদিনীপুরের অবদান, এই অভাববোধ থেকেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

গবেষণা পদ্ধতি—

এই গবেষণা পত্রটি তৈরি করার সময় গবেষণা পদ্ধতিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কোয়ালিটিটিভ রিসার্চের দিকে সর্বতোভাবে লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধ রচনার জন্য দু ধরনের উপাদানের আশ্রয় নেয়া হয়েছে ১)প্রাথমিক উপাদান এবং ২)সেকেন্ডারি সোর্স। প্রাথমিক উপাদানের মধ্যে রিপোর্ট, বিভিন্ন দলিল, চিঠিপত্র, দেশপ্রেমীদের আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, স্থানীয় পত্র-পত্রিকা এবং প্রচার পত্র ব্যবহার করা হয়েছে। সেকেন্ডারি সোর্সের মধ্যে নানা ইতিহাসের গ্রন্থ, সাহিত্য গ্রন্থ, বিভিন্ন গবেষণা পত্র, প্রবন্ধ, ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবন্ধ রচনার সময় শুধু ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়নি, তথ্য প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে। ঘটনার ক্ষেত্রে কালানুক্রম, প্রেক্ষাপট, প্রভাব ইত্যাদি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সমগ্র বিষয়টি নির্মহ দৃষ্টিতে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা প্রাধান্য পেয়েছে।

সাহিত্য সমীক্ষা—

স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার ভূমিকা নিয়ে বিস্তৃত গবেষণার অভাব থাকলেও কিছু গবেষণা আছে। যেগুলিতে এই বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই সমস্ত গ্রন্থগুলির কিছু এখানে তুলে ধরা হলো– ১) হেমচন্দ্র মুখার্জির, ভারতের বিপ্লবী ইতিহাস, যে গ্রন্থে বিপ্লবী সমিতিগুলির কার্যকলাপের বিস্তৃত আলোচনা আছে। পর্যালোচনা আছে মেদিনীপুর অঞ্চলের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, বিপ্লবীদের কার্যকলাপ এবং পুলিশের উপর আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ। ২) সুমন চক্রবর্তীর, মেদিনীপুরের বিপ্লবী আন্দোলন। এই গ্রন্থে মেদিনীপুরের বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে লেখা আছে। সশস্ত্র বিপ্লবীদের কার্যকলাপ, শিক্ষাঙ্গনের ভূমিকা এবং প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়া আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। ৩.) বিপ্লবী আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা- গ্রন্থটি লিখেছেন কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, যাতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিভাবে অংশগ্রহণ করেছিল সে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ৪) শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার জীবন কথা নিয়ে চন্দন দেবনাথ লিখেছেন শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা। এতে স্থান পেয়েছে মাতঙ্গিনী হাজরার পূর্ণাঙ্গ জীবনী, স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অংশগ্রহণ এবং তাঁর আত্মত্যাগের বিস্তারিত বিবরণ। সুপ্রকাশ রায়ের ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, সুচেতা মহাজনের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সুমিত সরকারের মর্ডান ইন্ডিয়া, সরল চট্টোপাধ্যায়ের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ, নরহরি কবিরাজের অসমাপ্ত বিপ্লব অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা: ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থেও মেদিনীপুরের ইতিহাস স্থান পেয়েছে। এছাড়াও কুইট ইন্ডিয়া ফাইল, গেজেটিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যালয়ের থিসিস পত্রে মেদিনীপুরের ইতিহাস বিশ্লেষিত হয়েছে। আর যে গ্রন্থগুলির কথা উল্লেখ না করলেই নয় সেগুলি হল, এইচ সান্যালের ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কংগ্রেস কংগ্রেস ইন সাউথ ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল: দি অ্যানটি ইউনিয়ন বোর্ড মুভমেন্ট ইস্টার্ন মেদিনীপুর, ওই একই বৎসরে প্রকাশিত দি কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ইন মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট প্রভৃতি। এগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের ভূমিকা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নানা গ্রন্থে মেদিনীপুরের অবদানের বিষয়টি থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত গভীর। তবে এবিষয়ে এখনো অনেক তথ্য বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে যা সংগঠিত করা দরকার এবং জাতীয় ইতিহাসের মূলধারায় তা যুক্ত করা প্রয়োজন।

পটভূমি—

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্থানের সূচনা লগ্ন থেকেই মেদিনীপুর জেলা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। এটি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক চেতনার উৎস্যস্থল হিসাবে গড়ে ওঠে। এই জেলার ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, সংস্কারমূলক কার্যকলাপ, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন শোষণের শিকার মেদিনীপুর জেলার একটি বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট গড়ে তুলেছিল যা পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় এখানে একাধিক বিদ্যালয় পাঠশালা ও মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়[1] যা এখানে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করেছিল। তাঁর সংস্কার

আন্দোলন এবং নারী শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা এখনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন, ইংরেজি শিক্ষার প্রসার যা এখানকার তরুণ প্রজন্মকে যুক্তিবাদী এবং জাতীয়তাবাদী করে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। সারা দেশের সঙ্গে মেদিনীপুরের কৃষক রাও নানাভাবে শোষিত হতেন। ব্রিটিশের রাজস্ব নীতির সঙ্গে জমিদার এবং মহাজনি শোষণ কৃষক-নিপীড়ন বৃদ্ধি করেছিল। প্রথমদিকে কৃষকরা প্রতিরোধ গড়ে তুললেও গান্ধীর আমলে যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জোয়ার আসে তখন এই সমস্ত কৃষকরা সরাসরি কৃষক আন্দোলনে সামিল হয়। ১৯২০-৩০ এর দশকে কৃষকরা তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে বিভিন্ন কৃষক সংঘ ও কৃষক সমিতি গড়ে তোল।[2] মেদিনীপুর জেলায় রাজনৈতিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রিটিশ সরকার এখানে নজরদারি বৃদ্ধি করেন। যে সমস্ত সভা সমিতি ব্রিটিশ আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে তাদের নিষিদ্ধ করা হয়। ছাত্র শিক্ষক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয়তা দেখায় তাদের নিষিদ্ধ করতে সরকার উদ্যোগী হয়। কিন্তু এর ফল হয় বিপরীত এতে সাধারণ মানুষের মনে ব্রিটিশ বিরোধীতা আরও বেশি সঞ্চারিত হয়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলা সরাসরি অংশগ্রহণ করে। কাঁথি তমলুক, পাঁশকুড়া, কেশপুর বিভিন্ন অঞ্চলে মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা সভা সমিতি মিছিল বয়কট প্রভৃতি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। মেদিনীপুর কলেজ ও স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিতে ব্রিটিশ বিরোধিতা ছাত্রদের মধ্যে লক্ষ্যনীয় ভাবে চোখে পড়ে। ব্রিটিশ সরকার দমন নীতি গ্রহণ করলে ছাত্ররা গুপ্ত সমিতি গঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে স্বরাজ, সত্যধনী প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যেগুলিতে ব্রিটিশ বিরোধী সচেতনতা জনগণের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।[3] এই সমস্ত ছোট ছোট জাতীয়তাবাদী কাজগুলি একত্রে মিলিত হয়ে একটি বিক্ষুব্ধ ও সক্রিয় বিটিশ বিরোধী প্রেক্ষাপট নির্মাণ করে যার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে এই জেলা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠতে সমর্থ হয়।

সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন—

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিবৃত্তে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯০৫ সালে বাংলায় যখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দেখা দেয় তখন যুব সমাজের মধ্যে প্রবাল উন্মাদনা সৃষ্টি হয়, এ সময় তাদের মধ্যে আত্ম বলিদান এর এক নেশা জেগে ওঠে। বাংলার অন্যতম গুপ্ত সমিতি যুগান্তর দলের কার্যকলাপ এই মেদিনীপুর জেলায় শুরু হয় ১৯০৭-৮ খ্রিস্টাব্দে। যদিও এই সমিতি ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক তথাপি মেদিনীপুরে এর বহু গুপ্ত শাখা ছিল। কাঁথি, তমলুক, এগরা, কেশপুর প্রভৃতি স্থানে যুগান্তর দলের শক্তিশালী শাখা গড়ে ওঠে। মেদিনীপুর জেলার বহু শিক্ষক ছাত্র আইনজীবী কৃষক এই সংগঠনগুলির সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ বজায় রাখে ও তাদের রসদ সরবরাহ করে।[4] এই মেদিনীপুরের হাবিবপুর গ্রামের সন্তান ছিলেন ক্ষুদিরাম বসু, যিনি যুগান্তর দলের একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন। শৈশব থেকেই স্বাধীনতার প্রতি তাঁর ছিল অদম্য আগ্রহ, অত্যাচারী ইংরেজ শাসক কিংসফোর্ট কে হত্যা করতে গিয়ে ১৯০৮ সালে বিহারের মুজাফফরপুরে তিনি ধরা পড়েন, পরে তাঁর ফাঁসি হয়। তাঁর আত্ম বলিদান ভারতের যুব সমাজকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল। মেদিনীপুরের বীর সন্তান প্রমাণ করেছিল যে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান কোন বয়সের সীমারেখায় বাধা মানে না, মাত্র ১৮ বছর ৮

মাসে তিনি ফাঁসির দড়ি গলায় পড়েন।[5] বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা বহু দুঃসাহসীক কর্মকান্ড ঘটিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১৯৩২ সালের খেজুরির অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অন্যতম। যুগান্তর দলের পরিকল্পিত অভিযান গুলির মধ্যে এটি ছিল একটি প্রধান অভিযান। এখানে বিপ্লবীরা পরিকল্পিত ভাবে পুলিশের অস্ত্রাগারে লুণ্ঠন চালিয়ে বহু অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়।[6] বিপ্লবীদের একটা অংশ নারায়নগড় থানা আক্রমণ করে পুলিশের অস্ত্রশস্ত্র ও দলিলপত্র লুট করে। ১৯৩১ সালে মেদিনীপুর শহরের মাঠে ডিসটিক ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার বার্নার্ড ই বার্জ কে বিপ্লবীরা গুলি করে হত্যা করে। এই ঘটনার পিছনে যারা ছিলেন তারা হলেন রামকৃষ্ণ রায়, মণীন্দ্রনাথ নায়েক, অনন্ত সিং প্রমুখ বিপ্লবী। বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ছিল এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ প্রশাসনকে কাঁপিয়ে দেওয়া এবং স্থানীয় জনগণের মনে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জাগানো।[7] এই সমস্ত ঘটনা প্রমাণ করে যে মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা শুধু আদর্শ চর্চায় নিমজ্জিত ছিলেন না বরং সশস্ত্র আন্দোলনের দ্বারা তারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন কে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলেন। এই সমস্ত বিপ্লবী যে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন তা নয়। এর মধ্যে অনেকেই কারারুদ্ধ হন, দ্বীপান্তরিত হন, কেউবা ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। যেমন মহীন্দ্রনাথ নায়েক এবং রামকৃষ্ণ রায় ফাঁসি কাঠে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।[8] মেদিনীপুরের বীর বিপ্লবীদের এই আত্মদান সারা দেশকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। মেদিনীপুরের বিপ্লবী আন্দোলনে যারা যুক্ত হয়েছিলেন তাদের একটা বড় অংশই ছিলেন ছাত্র-ছাত্রী। মেদিনীপুর কলেজ, কাঁথি কলেজ, তমলুক হাই স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল বিপ্লবী ছাত্রদের অন্যতম কেন্দ্র। ছাত্র ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সাধারণ মানুষ নানাভাবে সাহায্য করতেন। যেমন অনেককে আশ্রয় দান করতেন, খাদ্য প্রদান করতেন, অর্থ সহযোগিতা করতেন ও অনেক সময় গোপনে সংবাদ সরবরাহ করতেন। এইভাবে মেদিনীপুরে যুগান্তর দল ও বিপ্লবীদের কার্যকলাপ আঞ্চলিক স্তরে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শক্তিশালী করে, বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ অনশন আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠে ও ব্রিটিশদের শিরপীড়ার কারন হয়ে ওঠে।[9]

গান্ধীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ—

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধী একটি নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন তা হল অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন। মেদিনীপুরের জনগণ শুধু যে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয়তা দেখিয়েছিলেন তা নয়। গান্ধী পরিচালিত অহিংস আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল এই মেদিনীপুর জেলা।[৯] ১৯১৯ থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গান্ধীজি যে আন্দোলন গুলি পরিচালনা করেছিলেন তার প্রায় সবকটাতেই এই মেদিনীপুরের জনগণ যা আজ পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বিভক্ত তারা কোন না কোন ভাবে অংশগ্রহণ করে। মেদিনীপুরের কৃষক শ্রমিক ছাত্র মহিলা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নিবিড় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। গান্ধী পরিচালিত ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরে তার ঢেউ পরিলক্ষিত হয়েছিল। আন্দোলনে সহযোগিতা করার জন্য বহু আইনজীবী এই সময় কাঁথি তমলুক আদালতে না যাওয়ার শপথ গ্রহণ করেছিলেন, শিক্ষার্থীরা ব্রিটিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করেছিলেন এবং জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা হয়েছিল নানা দিক থেকে। কাঁথি তমলুকে গড়ে উঠেছিল নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সেখানে দেশীয় ভাষায়

শিক্ষা দেয়া হয়। মেদিনীপুর কলেজের ছাত্রদের একাংশ কলেজ ত্যাগ করে গ্রামে গ্রামে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচার চালান।[10] গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কাঁথি পাঁশকুড়া নন্দকুমার দেগঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলের নারী এবং পুরুষেরা দল বেঁধে লবণ তৈরি করে এবং তা বিক্রয় করে। এজন্য ব্রিটিশ সরকার কোনো কোনো সত্যাগ্রহী কে গ্রেফতার করেন। এদের মধ্যে ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত, অরুণচন্দ্র কর, চিন্তা হরন হালদার প্রমূখ।[11] গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের একটি বিশেষ বিষয় হল যে, এতে নারীদের বিশেষ ভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল। অসহযোগ, আইন অমান্য এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার নারীদের বিশেষভাবে অংশগ্রহণ দেখা গিয়েছিল। মেদিনীপুরের বিশাল সংখ্যোক মহিলা গ্রামীন এলাকা থেকে স্বেচ্ছায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে যার নাম সবার আগে উল্লেখ করা যায় তিনি হলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। যিনি গান্ধীর অহিংস আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তমলুকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি গুলিতে নিহত হন। স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁর আত্ম ত্যাগ মেদিনীপুরের নারীদের যেমন অনুপ্রাণিত করেছে তেমনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মাতঙ্গিনীর পাশাপাশি নানা নাম না জানা মহিলা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তারা শেষ পর্যন্ত জেলও খেটেছেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময়ে ভারতবর্ষের গুটিকতক জায়গায় যে প্যারালাল সরকার গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল এই মেদিনীপুরের তমলুক জাতীয় সরকার। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের 17 ই নভেম্বর তমলুক মহকুমায় তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠিত হয়। এই সরকার ব্রিটিশ শাসন কে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে আলাদাভাবে নিজেরা শাসন পরিচালনা করতে শুরু করে। এক বছর ধরে এই সরকার পরিচালিত হয়, স্থানীয় জনগনের কাছ থেকে কর আদায় করে, বিদ্যালয় পরিচালনা করে এবং গ্রাম রক্ষা বাহিনী গঠন করে। বিপন্নদের খাদ্য বন্টন, ন্যায়বিচার প্রদান প্রভৃতি কাজ পরিচালনা করে এই সরকার। এই সময় ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা কার্যত অচল হয়ে পড়েছিল। তমলুক জাতীয় সরকারের প্রধান ছিলেন সত্যেন বসু, সতীশ চন্দ্র সামন্ত প্রমুখ। এটি প্রমান করে যে, ভারতের জনগন নিজেরাই নিজেদের শাসন পরিচালনা করতে সক্ষম। এই সময় সারা দেশের সঙ্গে মেদিনীপুরের গ্রামগুলিও জেগে ওঠে। ভিন্ন অঞ্চলের গ্রামবাসীরা ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করে, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করে, সভা সমিতি করতে থাকে, মিছিল করে এবং পিকেটিং এ অংশগ্রহণ করে। পাঁশকুড়া, কেশপুর, খেজুরী প্রভৃতি স্থানে আন্দোলনকারীরা ব্রিটিশ বিরোধি সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য পথসভা, নাটিকা প্রভৃতি পরিচালনা করতে থাকেন।[12] এইভাবে মেদিনীপুরের সত্যাগ্রহীদের নানা কার্যকলাপ শুধু মাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচি হয়ে ওঠেনি, তা আত্ম-স্বর্গের চেতনায় আন্দোলনকে বিশিষ্টতা দান করেছিল। শহীদ মাতঙ্গিনীর আত্মত্যাগ, তমলুক জাতীয় সরকারের দৃপ্ত পদক্ষেপ, মহিলা ও গ্রামবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলাকে এক অনন্য স্থান দান করেছে এবং পাশাপাশি জাতীয় আন্দোলনকে পুষ্ট ও বিকশিত করেছে।

কৃষক ও আদিবাসি বিদ্রোহ—

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে প্রাথমিক প্রতিরোধ এসেছিল কৃষক এবং

উপজাতি শ্রেণীর মধ্য থেকে। এক্ষেত্রেও মেদিনীপুর জেলা পিছিয়ে ছিল না। পরবর্তীকালে কৃষক আন্দোলন হলেও প্রাথমিক পর্বে এগুলি ব্রিটশের বিরুদ্ধে কৃষক প্রতিরোধ হিসাবে গড়ে ওঠে। এমন একটি কৃষক বিদ্রোহ ছিল মেদিনীপুরের চুয়ার বিদ্রোহ। ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে থেকে শুরু করে ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ অব্যাহত ছিল। স্থানীয় উপজাতি ভুমিজ, কোরা, মুন্ডা এবং চাষিরা জমিদার ও ব্রিটিশ সরকারের বর্ধিত রাজস্বের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন গড়ে তোলেন। স্থানীয় রাজা দুর্জন সিং, লাল সিং, রঘুনাথ মাহাতো এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ব্রিটিশ সরকার ১৩০০ সেনা প্রেরণ করে এই আন্দোলন কে দমন করেন। মেদিনীপুরে ব্রিটিশ আমলে জমিদার এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের যৌথ শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৩০ এর দশকে বর্গা চাষী আন্দোলন ও জোতদার বিরোধী আন্দোলন প্রকট হয়ে উঠেছিল। আন্দোলনকারীরা জমি সংস্কার, উচ্চ হারে খাজনা বাতিল, জমির মালিকানা দাবি ইত্যাদি শর্ত তুলে ধরেছিল। যে কিষান সভা এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মেদিনীপুরের হিমাঙ্গ বিশ্বাস, বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রমুখ। স্থানীয় চাষিরা ঐ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং পুলিশ নিপীড়নের শিকার হন। বহু পূর্ব থেকেই মেদিনীপুরের আদিবাসী সম্প্রদায় বন এবং জমি রক্ষার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, এই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল ঝাড়গ্রাম গড়বেতা লালগড় প্রভৃতি অঞ্চল, আর আন্দোলন গড়ে তোলায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন মুন্ডা সাঁওতাল কুর্মী প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়। এ সময় আদিবাসী এবং উপজাতি সম্প্রদায় যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তাদের মূল দাবি ছিল জমির উপর তাদেরকে মালিকানা দিতে হবে, বনজ সম্পদের উপর অধিকার দিতে হবে, শিক্ষা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকার যে অবহেলা করছে তার প্রতিকার করতে হবে ইত্যাদি।[13] ১৯৩০ থেকে ৪০ এর দশক পর্যন্ত এই আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে যথেষ্ট পুষ্টি জুগিয়ে ছিল। সুতরাং এই উপজাতীয় আন্দোলন গুলি যে সামাজিক অর্থনৈতিক শোষনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল তা নয় বরং এগুলি পরবর্তীকালের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটা শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করেছিল।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মুদ্রণ চর্চা—

মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের জাগরণে স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই জেলাতে যেমন আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে, তেমনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয় যুক্তিতর্কের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। এই আধুনিক শিক্ষা মেদিনীপুর বাসীদের মুদ্রণ চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে। যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রয়োজন পড়ে তখন তারা এই মুদ্রণ যন্ত্র কে ব্যবহার করে। সংবাদপত্র লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মেদিনীপুর হিতেষী সভা, বিদ্যাভবন এবং সচেতন সাহিত্য সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গুলির মাধ্যমে পুস্তিকা লিফলেট ইত্যাদি ছাপা হতো ও তা প্রচার করা হতো।[14] ব্রিটিশে চোখে মুদ্রণ চর্চা ছিল এক প্রকার গোপনীয় একটি রাজনৈতিক কার্যকলাপ। ব্রিটিশ সরকার সংবাদপত্র আইন প্রবর্তন করে দেশীয় ভাষায় যে কোন জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রকে আইনত নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। সরকার যত বেশি বিপ্লবীদের দমন করার চেষ্টা করেছিলেন ততো অন্তসলীলা ফলগুর মতো প্রবাহিত

হয়েছিল আন্দোলনের ধারা। মেদিনীপুরের বেশ কিছু সংবাদপত্র, যেগুলিতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচার করা হয়েছিল যেমন মেদিনীপুর সংবাদ প্রবাহ, রবিবাসরীয় ইত্যাদি। এগুলিতে গান্ধী তিলকের ভাষণ ছাপা হতো ও তা প্রচার করা হতো। এর ফলে প্রত্যন্ত জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে স্বাধীনতার ভাবধারা। এইভাবে মেদিনীপুরের প্রান্তিক মানুষও স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশীদার হয়ে ওঠে।[15] বিদ্যাসাগর কাঁথি এগরা প্রভৃতি কলেজের পাশাপাশি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে মেদিনীপুরের জিলা স্কুল, উদায়ন পাঠশালা, নরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ এবং অন্যান্য ছোট ছোট বিদ্যালয়গুলি এবং তাদের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা অনেক সময় বয়কট আন্দোলনে সামিল হয়। মেদিনীপুর কলেজ ও বিদ্যালয় পাঠক্রমে দেশপ্রেমের বক্তৃতা প্রদান, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মদানের কথা আলোচনা করা হতো। এগুলো ছাত্রদের মধ্যে এদের মধ্যে দেশপ্রেমের সঞ্চার করে।[16]

উপসংহার—

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস হল প্রধানত একটি জাতির জাগরণ আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের এক জীবন্ত বর্ণনা। আর সেই স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার ভূমিকা ছিল এক গৌরব উজ্জ্বল কাহিনী। এটি শুধু একমাত্রিক ছিল না, শতধা বিভক্ত ধারায় প্রবাহিত হয়ে তা ব্রিটিশ বিরোধী রূপ ধারণ করেছিল। আর্থসামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবী অহিংস ভাবধারা কৃষক সংগ্রাম- সব ক্ষেত্রেই এই জেলা এক অনন্য ভুমিকা রেখেছিল স্বাধীনতার পর্বে। স্বাধীনতা আন্দোলন কোন দেশের একক স্থানের হয় না, একক নেতৃত্বের হয় না কিংবা সুবিধাভোগী শহর ভিত্তিক রাজনীতির গণ্ডির মধ্যেও তা আবদ্ধ থাকে না, দেশপ্রেমের বীজ যেখানে অনুকূল আবহাওয়া পায়, সেখানেই অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। তেমনি একটি স্থান ছিল মেদিনীপুর জেলা। সশস্ত্র বিপ্লবের ক্ষেত্রে মেদিনীপুর জেলা ছিল বাংলার বিপ্লবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। বীর বিপ্লবী খগেন দত্ত নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত সুশীল ধারা অনন্ত সিং ক্ষুদিরাম বসু -র মতো অসংখ্য সাহসী তরুণ যারা দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে গেছেন তারা ছিলেন এই মেদিনীপুরের বীর বিপ্লবী সন্তান। যুগান্তর দলের কার্যকলাপ মেদিনীপুরে গভীর প্রভাব ফেলেছিল এবং পরবর্তীকালের আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করেছিল। গান্ধী পরিচালিত সর্বভারতী আন্দোলনে মেদিনীপুর যেভাবে অংশগ্রহণ করেছিল তা ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে। মেদিনীপুরের আদিবাসী চুয়াড় আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামকে গভীর সামাজিক ভিত্তি প্রদান করেছিল। মেদিনীপুরের সাঁওতাল কুর্মী ও ভূমিজ শ্রেণীর বিদ্রোহ ও সক্রিয় প্রতিরোধ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গণভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তুলেছিল। মেদিনীপুরের শিক্ষক ছাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও আইনজীবীদের বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান মেদিনীপুরে রাজনৈতিক চেতনার বীজ বপনে মুখ্য ভুমিকা গ্রহণ করেছিল। সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করে বলা যায় যে, মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কেবল একটি জেলার ইতিহাস নয় এটি সাধারন মানুষের জনজাগরণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের এবং আত্মদানের এক অনন্য নজির ও প্রকৃষ্ট দলিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর জেলার অবদান আমাদের এটা শেখায় যে কোন দেশের জাতীয় আন্দোলনে স্থানীয় অংশগ্রহণ কতটা জরুরী। স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের অংশগ্রহণের ইতিহাস তাই আজকের প্রজন্মের কাছে শুধু বিষয়

নয়; এটি জাতীয় ঐক্য ও গণতান্ত্রিক চেতনার ভিত্তি হিসেবেও গৃহীত হওয়া উচিত।

Reference

1. Ray, Satyendranath. *Vidasagar o Medinipur.* Mitra o Ghosh, 1971. P. 72.
2. *Kṛṣak Andolan-er Report*. District Record Office, Medinipur, 1935-40.
3. *Indian Press Reports,* Bengal Presidency, 1905–1910, Nehru Memorial Archives, Delhi.
4. Mukherjee, Hemchandra. *Bharat-er Biplabi Itihas.* Rupam Prakashan, 1964. pp 112-118.
5. Chakraborty, Hemanta. *Biplabi Khudiram Basu*. Kolkata: Ananda Publishers, 2014.
6. *Indian Political Intelligence Files,* British Library Archives, File No. IPI/32/1932-Khejuri Arms Case.
7. Indian National Archives, "Assassination of Magistrate Burge – Midnapore 1931" Report No. MID/INT/02।
8. Chakraborty, Bikas. *Andaman-er Shahid Biplabira*. Jatiya Grantha Prakashan, 1985. pp 56-63.
9. *Ibid*, p. 62.
10. Medinipur College, *Shatabarṣa Smarakgrantha*. 1973. pp 75-79.
11. *Indian National Congress Proceedings,* Bengal Provincial Committee, 1930 –34, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi.
12. *Indian Press Reports,* Bengal Presidency, 1942–43, British Library Archives.
13. Chaudhuri, Buddhadeb. *Tribal Transformation in India, Vol. I.* New Delhi: Inter-India Publications, 1992. pp. 58–60.
14. Basu, Subho. "Print Culture and the Nationalist Movement in Midnapore." *Bengal Past and Present,* Vol. 109, 2000, pp. 123–134.
15. Chakraborty, Dipesh. *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*, Princeton University Press, 2000, pp. 183–185.
16. Ghosh, Kalidas. *Jugantar Party in Bengal: A Regional History,* Kolkata: Progressive Publishers, 1978, pp. 113–114.

Bibliography

- Basu, Subho. "Print Culture and the Nationalist Movement in Midnapore." *Bengal Past and Present,* vol. 109, 2000.
- Chakraborty, Bikas. *Andaman-er Shahid Biplabira*. Jatiya Grantha Prakashan, 1985.
- Chakraborty, Dipesh. *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference.* Princeton University Press, 2000.
- Chakraborty, Hemanta. *Biplabi Khudiram Basu.* Ananda Publishers, 2014.
- Chaudhuri, Buddhadeb. *Tribal Transformation in India. Vol. 1,* Inter-India

Publications, 1992.

- Ghosh, Kalidas. *Jugantar Party in Bengal: A Regional History.* Progressive Publishers, 1978.
- *Indian National Congress Proceedings:* Bengal Provincial Committee, 1930 –34. Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi.
- Indian National Archives. "Assassination of Magistrate Burge – Midnapore 1931." Report No. MID/INT/02.
- *Indian Political Intelligence Files.* British Library Archives, File No. IPI/32/1932-Khejuri Arms Case.
- *Indian Press Reports.* Bengal Presidency, 1905–1910, Nehru Memorial Archives, Delhi.
- *Indian Press Reports.* Bengal Presidency, 1942–43, British Library Archives.
- *Kṛṣak Andolan-er Report.* District Record Office, Medinipur, 1935.
- Medinipur College, *Shatabarṣa Smarakgrantha.* 1973.
- Mukherjee, Hemchandra. *Bharat-er Biplabi Itihas.* Rupam Prakashan, 1964.
- Ray, Satyendranath. *Vidasagar o Medinipur*. Mitra o Ghosh, 1971.

——